119

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR. 28. 1999
পৃষ্ঠা ১০ [?] কলাম ৪ .....

কাউখালির ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই এখনও পাঠ্যবই পায় নাই

- কাউখালি (পিরোজপুর) সংবাদদাতা ॥ কাউখালি থানার প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর হাতে চলতি শিক্ষাবর্ষের পাঠ্য বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশেরও কম বই এখন পর্যন্ত হাতে না পৌঁছানোর কারণে লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। নূতন বইয়ের সহিত পুরাতন বই গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করিতেছে।

পুরাতন বই বিতরণকে কেন্দ্র করিয়া অপ্রীতিকার ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, থানায় ৫৫টি সরকারী ও নয়টি বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিকবিদ্যালয় রহিয়াছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় বইপত্র পায়নাই। শতকরা ৬০ ভাগ পুরাতন বই বিতরণের সরকারী নির্দেশ রহিয়াছে। গত বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময়ই বিদ্যালয় শিক্ষকরা প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর নিকট হইতে পুরাতন পাঠ্যবই জমা নিয়াছে। থানার বেশীর ভাগ শিক্ষক জানান, সংগৃহীত পুরাতন বইগুলির এমনই বেহাল অবস্থা যে, ঐসমস্ত বই আগামী এক বৎসর ব্যবহারের কোন উপায় নাই। প্রায় সব বইয়ের উপরের পৃষ্ঠাগুলি ছেড়া এবং কোন বইতে মলাট নাই। অধিকাংশ বই ছেঁড়া বা ভিতরের পাতা নাই। শিশুরা ঐ সমস্ত ছেঁড়া বই গ্রহণ করিতে চায় না। এমন দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন বইয়ের ভিতরের অনেক ছবি কাটিয়া ফেলিয়াছে। থানায় বহু মক্তব-মাদ্রাসা কিণ্ডারগার্টেন যাহা সরকারী অনুমোদিত নয় সে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন রকম বিনামূল্যের বই দেওয়ায় সরকারী নির্দেশ নাই। থানার বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী গ্রামের ঐ সমস্ত বিদ্যালয় পড়িতেছে। তাহারা বাজার হইতে বই সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। উল্লিখিত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা বই সংগ্রহ করিতে যাইয়া হিমশিম খাইতেছে।